বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা

# রাজস্ব আদায়ঃ সাম্প্রতিক প্রবণতা ও আসন্ন চ্যালেঞ্জসমূহ

নভেম্বর, ২০১৭

রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধির হার (জাতীয় নির্বাচনের বছরগুলো লাল রঙের বার দ্বারা নির্দেশিত)

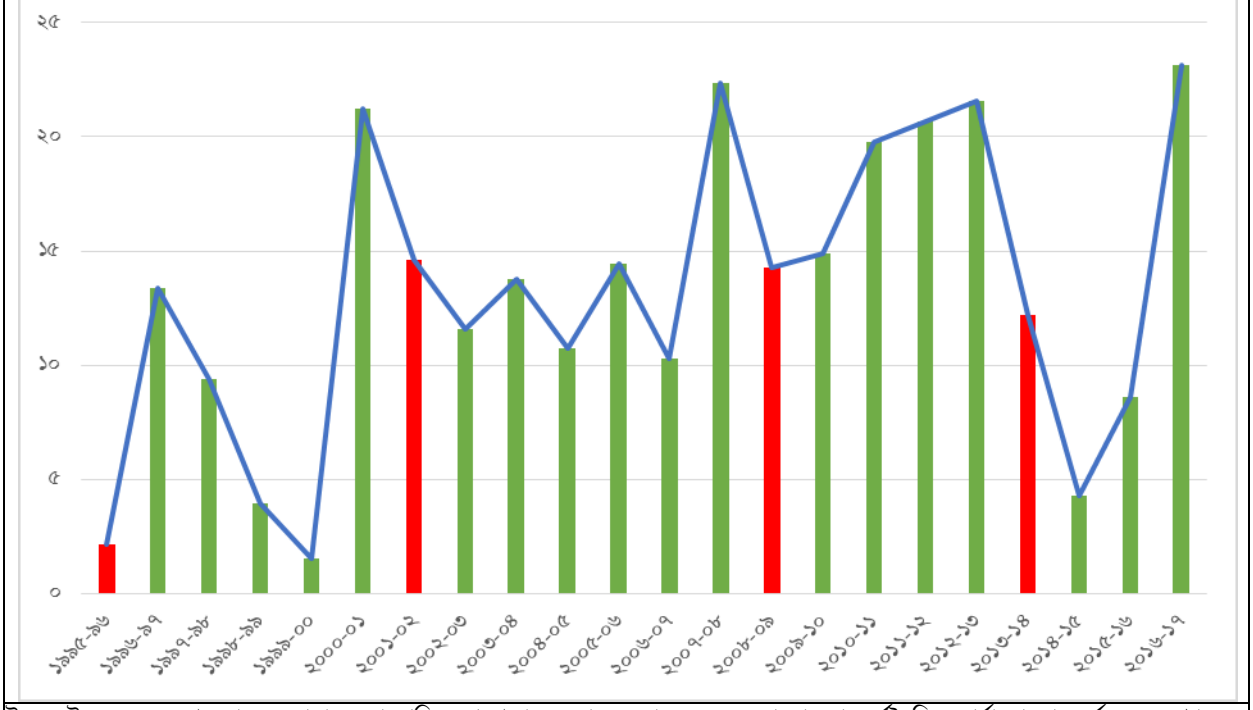


উৎস: উন্নয়ন অন্বেষণ, *রাজস্ব আদায়ঃ সাম্প্রতিক প্রবণতা ও আসন্ন চ্যালেঞ্জসমূহ*, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা, বর্ষ ৮, সংখ্যা ১১, নভেম্বর, ২০১৭।

স্বাধীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'উন্নয়ন অন্বেষণ'এর মাসিক প্রকাশনা 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা' ২০১৭ এর নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়েছে যে বর্তমান অর্থবছরের প্রথম চার মাসে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কতৃক কম রাজস্ব আদায় হয়েছে।

জুলাই-অক্টোবর, ২০১৭ এ আয়কর ও ভ্রমন কর থেকে ১৯৫৭৫ কোটি টাকা, স্থানীয় পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর (মূসক) থেকে ২৫৩৩১.০১ কোটি টাকা এবং আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে রাজস্ব থেকে ২০৫৫২.৫৭ কোটি টাকা আয়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে যথাক্রমে ১৩ শতাংশ, ৯.৫৫ শতাংশ ও ৭.৭৮ শতাংশ কম রাজস্ব আদায় হয়েছে।

বিগত বছরগুলোর রাজস্ব আদায়ের উপাত্ত বিশেণ্ডষণ করে রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধির হার ঐতিহাসিকভাবে কখনই স্থিতিশীল ছিল না বলে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি মন্ড়ব্য করে। তদুপরি ১৯৯৪-৯৫ সাল থেকে রাজস্ব আদায়ের প্রবণতা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে প্রত্যেক জাতীয় নির্বাচনের বছরগুলোতে রাজস্ব আদায়ের পরিমান পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় কম হয়। ফলে আগামী অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে বলে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' আশংকা প্রকাশ করে।

উদাহরণসরূপ গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি দেখায় যে জাতীয় নির্বাচনের বছরগুলোতে অর্থাৎ ২০০১-০২ অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি এর পূর্বের অর্থবছরের ২১.২৬ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ১৪.৫৯ শতাংশ, ২০০৮-০৯ অর্থবছরে এর পূর্বের অর্থবছরের ২২.৩৭ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ১৪.২৭ শতাংশ এবং ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এর পূর্বের অর্থবছরের ২১.৫৭ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ১২.১৭ শতাংশ হয়। তদুপরি রাজস্ব আদায়ের গড় প্রবৃদ্ধি গত পাঁচ বছরে (২০১২-২০১৭) ১৩.৯৬ শতাংশে নেমে আসে যা এর আগের পাঁচ বছরে (২০০৭-২০১২) ১৮.৪ শতাংশ ছিল।

দেশে রাজস্ব আদায়ের সম্ভাবনা মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) এর ২২ শতাংশ পর্যন্ড় হলেও বস্তুত রাজস্ব আদায়ের পরিমান ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট জিডিপি'র যথাক্রমে মাত্র ১১.৬৫ শতাংশ, ১১.৬৬ শতাংশ, ১০.৭৮ শতাংশ, ১০.২৬ শতাংশ ও ১১.১৭ শতাংশ হয়।

সর্বশেষ পরিসংখ্যানের ভিত্তেতে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' দেখায় যে বর্তমান অর্থবছরের প্রথম চার মাসের লক্ষ্যমাত্রা ৬৫৪৫৮.৫৮ কোটি টাকার বিপরীতে রাজস্ব আদায়ের পরিমান ৫৮৮৯৭.৪৯ কোটি টাকা হয়েছে। অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রকৃত আদায় ১০.০২ শতাংশ কম। সাম্প্রতিক অর্থবছরগুলোতে রাজস্ব আদায়ের প্রবণতা বিবেচনায় নিয়ে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি বর্তমান অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ে ৩৮৯০০ কোটি টাকা ঘাটতি হতে পারে বলে পূর্বানুমান করে।

জিডিপির অনুপাতে মোট কর রাজস্ব আদায় ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে হ্রাসমান যদিও সদ্য সমাপ্ত অর্থবছর অর্থাৎ ২০১৬-১৭-এ এই অনুপাত কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। মোট কর রাজস্ব জিডিপির অনুপাতে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৯.৭৪ শতাংশ, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৯.৬৯ শতাংশ, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৯.২৮ শতাংশ ও ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৮.৯৮ শতাংশ হয়, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৯.৭৯ শতাংশে উন্নীত হয়।

আয়কর আদায়ের অসন্তোষজনক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি বলে যে জাতীয় বাজেটে আয়কর থেকে সর্বাধিক রাজস্ব আদায়ের কথা বলা হয়ে থাকলেও তা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না। অন্যদিকে সাম্প্রতিক সময়ে বিশেষ করে ২০১২-১৩ অর্থবছর হতে আয়কর থেকে রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধিও ক্রমহ্রাসমান, যদিও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এই পরিস্থিতি কিছুটা উন্নত হয়েছে।

আয়কর থেকে রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধির হার ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৩১.৩৫ শতাংশ হলেও তা পরবর্তী অর্থবছরগুলোতে অর্থাৎ ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্থবছরে যথাক্রমে ১৫.৬১ শতাংশ, ১৩.০৭ শতাংশ ও ৯.৮৯ শতাংশে হ্রাস পায়। গত অর্থবছরে আয়কর থেকে সর্বাধিক রাজস্ব আদায়ের উপর বিশেষ গুর"ত্ব আরোপ করা সত্ত্বেও এই উৎস থেকে রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি ১৭.৬৩ শতাংশে সীমাবদ্ধ থাকে এবং আয়করের তুলনায় মূসক থেকেই অধিক রাজস্ব আদায় হয়।

মূল্য সংযোজন কর আদায়ের পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়ে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' দেখায় যে মূল্য সংযোজন কর আদায়ের প্রবৃদ্ধিতেও সাম্প্রতিক সময়ে কিছুটা হ্রাসমান প্রবণতা লক্ষণীয়। স্থানীয় ও আমদানি উভয় স্ড়রের মূল্য সংযোজন করের প্রবৃদ্ধি ২০১১-১২ অর্থবছরের ১৮.৩৭ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১৫.২৬ শতাংশ, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৮.১৫ শতাংশ, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১২.১১ শতাংশ ও ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১০.৯৬ শতাংশ হয়, যদিও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এই হার ১৯.৪ শতাংশে উন্নীত হয়।

কর প্রশাসনকে অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করার তাগিদ দিয়ে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' নতুন করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি জনগণের কর প্রদানের বিনিময়ে সরকার কর্তৃক দেশে সামাজিক পরিসেবা প্রদান নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে, যা জনগণকে স্বেচ্ছায় কর প্রদানে উদ্বুদ্ধ করবে। এছাড়া কর প্রশাসনকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রেখে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়ার উপরও প্রতিষ্ঠানটি গুর"ত্ব আরোপ করে।